নববর্ষে শুভ বিদ্যুৎ-সংবাদ

কামরুল হাসান

প্রায় ২৭ বছর আগে কুতুবদিয়ার ছয়শ গ্রাহক বিদ্যুতের দেখা পেয়েছিলেন। যদিও তখন সেখানে বাস করতেন প্রায় দেড় লাখ মানুষ। ওই ছয়শ' গ্রাহক যে বিদ্যুৎ পেয়েছিলেন তার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল জেনারেটরের মাধ্যমে। তবে এ বাংলা নববর্ষে শুভ বিদ্যুৎ-সংবাদ পেতে যাচ্ছেন কুতুবদিয়াবাসী। দেশের দ্বিতীয় বায়ুচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হচ্ছে সেখানে। দেশের প্রথম বায়ুচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হয় চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে, ২০০৪ সালের এপ্রিল মাসে। এর উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ২২৫ কিলোওয়াট।

১৯৮০ সালে জেনারেটরের মাধ্যমে সন্ধ্যায় কয়েক ঘন্টার জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হতো কুতুবদিয়ার ৬০০ গ্রাহককে। ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিলের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে বিদ্যুতের খুঁটি লণ্ডভণ্ড হয়ে গেলে তাও বন্ধ হয়ে যায়। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) ৩ বছর আগে দেড় কিলোমিটার বিদ্যুতের লাইন মেরামত করে সন্ধ্যার পর কয়েক ঘন্টা করে শুধু বড়ঘোপ বাজার এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে। এ অবস্থায় ২০০৭ সালের জুলাই মাসে কুতুবদিয়ায় একটি বায়ুচালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়।

কুতুবদিয়ায় বিদ্যুতের চাহিদা রয়েছে আড়াই মেগাওয়াট। দ্বীপের আলি আকবর ডেইল ইউনিয়নের তবলরচরে বেড়িবাঁধ সংলগ্ন এলাকায় এক মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন দেশের সর্ববৃহৎ এই বায়ুচালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়েছে। এতে সরকারের ব্যয় হয়েছে নয় কোটি ৩০ লাখ টাকা। প্রকল্পে উৎপাদিত এক মেগাওয়াট বিদ্যুৎ দিয়ে কমপক্ষে ১২ হাজার গ্রাহককে ২৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হবে। ঝড়-তুফানের সময় বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহে বিঘ্ন ঘটবে না। ঝড়ের সংকেত পেলে বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পাখাগুলো খুলে রাখতে হবে।

প্রকল্প পরিচালক প্রকৌশলী আব্দুহ রুহুল্যা জানান, ১৫ এপ্রিলের মধ্যেই এই প্রকল্পের বিদ্যুৎ বিতরণ কাজ উদ্বোধন করা হবে। পর্যায়ক্রমে দ্বীপের ১২ হাজার গ্রাহককে বিদ্যুৎ সরবরাহের আওতায় আনা হবে। এ বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ২০ বছর পর্যন্ত বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে। সারা দেশের শহর এলাকার মতোই এ দ্বীপে প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম আবাসিক ক্ষেত্রে আড়াই টাকা এবং

কুতুবদিয়ার ১২ হাজার মানুষকে বিদ্যুৎ দেবে এই বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্প

বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে সাড়ে ৫ টাকা নির্ধারণ করা হবে। প্রকল্পে প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যয় হবে ৬৪ পয়সা। এই প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হলে দ্বীপের অবশিষ্ট অধিবাসীদের জন্য আরও একটি বায়ুচালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের প্রকল্প হাতে নেয়া হবে।

তবলরচর এলাকায় বেড়িবাঁধের পাশে সাগরতীরে নির্মিত প্রকল্পটির দোতলা ভবনের দক্ষিণ পাশে ২৭টি এবং উত্তর পাশের ২৩টি ৫০ মিটার উঁচু খুঁটির (বায়ুকল) ওপর ইস্পাতের বায়ুচালিত পাখা (উইন্ড টারবাইন) স্থাপন করা হয়েছে। একটি টারবাইন থেকে অন্যটির দূরত্ব তিনশ' গজ। ভবনে বসানো হয়েছে ১২ ভোল্টের এক হাজার ব্যাটারি। অপ্রয়োজনে পাখাগুলো বাতাসে যাতে ঘুরতে না পারে সে জন্য রশি দিয়ে সেগুলো খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। বিউবোর তত্ত্বাবধানে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান প্যানএশিয়া পাওয়ার সার্ভিসেস লিমিটেড এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

বিউবো কক্সবাজারের নির্বাহী প্রকৌশলী শাহাদাত হোসেন জানান, বড়ঘোপ বাজার থেকে তবলরচর পর্যন্ত ১১ কেবিএ হুকাপ লাইনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পুরো প্রকল্পের জন্য ৬৩০ কেবিএ দুটি পাওয়ার ট্রান্সফারমার দরকার। এর মধ্যে ৬৩০ কেবিএ একটি ট্রান্সফারমার স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ফলে তবলরচর থেকে বড়ঘোপ এবং জেটি ঘাট পর্যন্ত এলাকায় যেকোনও মুহূর্তে বিদ্যুৎ বিতরণ শুরু করা সম্ভব। অন্য ইউনিয়নগুলোর জন্য ছয়টি ট্রান্সফারমার ও ২৭ কিলোমিটার এলটি তারও শিগগিরই পাওয়া যাবে। তবে প্রকল্পটি ঝুঁকিপূর্ণ বলেও মনে করছেন প্রকৌশলী শাহাদাত। তার মতে, দুর্যোগকালীন সময়ে পাখাগুলো হাইড্রোলিক গিয়ারের (বায়ুচালিত গিয়ার) মাধ্যমে নামিয়ে রাখার ব্যবস্থা থাকা উচিত ছিল।

বায়ুবিদ্যুৎ চালু হচ্ছে– এ খবরে এলাকায় অনেক মানুষের মধ্যে উৎসবের আমেজ দেখা দিয়েছে। সংযোগ নেওয়ার জন্য লোকজন আগেভাগে ঘরবাড়ি ও দোকান-পাটে বিদ্যুতের ওয়্যারিংয়ের কাজ করছেন। এদিকে, কপুরো উপজেলার ১২ কিলোমিটার সড়কে টানা প্রায় এক হাজার ২শ বিদ্যুতের খুঁটির মধ্যে বর্তমানে এক হাজার খুঁটিতে তার নেই। অনেক আগেই দুর্বৃত্তরা এসব তার কেটে নিয়ে গেছে। এ প্রকল্পে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ঘরে-ঘরে পৌঁছে দিতে এসব তার পুনঃসংযোগের কাজ চলছে। এতে ট্রান্সফারমার বসানোসহ মোট ১২ থেকে ১৫ দিন সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন কুতুবদিয়া বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের আবাসিক প্রকৌশলী মোঃ আসগর আলী। তার আশ্বাস সত্যি হলে ১৫ এপ্রিলের মধ্যেই বিদ্যুৎ সংযোগ পেতে যাচ্ছেন কুতুবদিয়ার মানুষ।

ফলোআপ

ভিকারুননিসার দু'কর্মকর্তা দুর্নীতির অভিযোগে সাসপেন্ড

স্টাফ রিপোর্টার

গত ২৭ মার্চ দুর্নীতির অভিযোগে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে কলেজের প্রধান হিসাবরক্ষক মিসেস মাহমুদা বেগম ও উপ-সহকারী প্রকৌশলী রাশেদুজ্জামানকে। ভিকারুননিসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ রোকেয়া বেগম সাপ্তাহিক ২০০০কে জানান, সাপ্তাহিক ২০০০-এ প্রতিবেদন প্রকাশের পর তারা অভিযোগ খতিয়ে দেখেছেন। মাহমুদা বেগম এবং রাশেদুজ্জামানের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, আর্থিক অনিয়ম এবং দুর্নীতিতে সহযোগিতা করার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়ায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ভিকারুননিসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজের দুর্নীতি নিয়ে গত ৭ মার্চ ২০০৮ সাপ্তাহিক ২০০০-এ 'ভিকারুননিসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজ : শিক্ষা ও দুর্নীতি সমান্তরাল' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।